প্রকাশকের কথা

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পুনরায় তার প্রকৃত রূপ ও চিত্রসহ আধুনিক বিশ্বের নিকট তুলে ধরেছেন, যা বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে চাপা পড়েছিল। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণে ইসলামী শরীয়াতের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা তিনি পেশ করে গেছেন।

বর্তমান গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামের দাম্পত্য বিধান তুলে ধরেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন গ্রন্থ। এসব বিধান অবগত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই জরুরি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমি আল্লামার সবগুলো গ্রন্থই বাংলা ভাষায় পাঠকদের সামনে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মাওলানার 'হুকূকুয্ যাওযাইন' গ্রন্থটি আমরা 'স্বামী-স্ত্রীর অধিকার' নাম দিয়ে বাংলা ভাষায় পাঠকদের সামনে পেশ করতে পারায় আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করছি।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের দাম্পত্য বিধান উপলব্ধির তাওফীক দিন। আমীন।

প্রকাশক–

সূচীপত্র

সূচনা ১৩
দাম্পত্য আইনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য ১৯
নৈতিক চরিত্র ও সতীত্বের হেফাযত ১৯
ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ২২
অমুসলিমদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের কুফল ২৫
কুফু প্রসংগ ২৭

আইনের মূলনীতি ঃ প্রথম মূলনীতি ২৯
পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩০
ক্ষতি সাধন ও সীমালংঘন ৩৬
স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ না করা ৩৭
পুরুষের অধিকারসমূহ ৩৯
১. গোপনীয় বিষয়সমূহের হেফাযত করা ৩৯
২. স্বামীর আনুগত্য ৪০
পুরুষের ক্ষমতাসমূহ ৪১
১. উপদেশ, সদাচরণ ও শাসন ৪১
২. তালাক ৪৩

দ্বিতীয় মূলনীতি ৪৫
তালাক ও এর শর্তসমূহ ৪৫
খোলা ৫১

হিজরী প্রথম শতকের খোলার দৃষ্টান্তসমূহ ৫৫
খোলার বিধান ৫৮
খোলার মাসয়ালায় একটি মৌলিক গলদ ৬২

খোলার ব্যাপারে কাযীর এখতিয়ার ৬৪
শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা ৬৯
শরীয়তের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক কথা ৭০
বিচারের জন্য সর্বপ্রথম শর্ত ৭০
বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা ৭০
ভারতীয় উপমহাদেশে শরীয়ত ভিত্তিক
বিচার ব্যবস্থা না থাকার কুফল ৭১

সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ ৭৪
আইনের একটি নতুন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা ৭৫
মৌলিক পথনির্দেশ ৮২
প্রাসংগিক মাসয়ালাসমূহ ৯২
১. স্বামী-স্ত্রী যে কোনো একজনের ধর্মচ্যুতি ৯২
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষমতা প্রয়োগ ৯৪
৩. অভিভাবকদের জোর-জবরদস্তি ৯৬
৪. প্রাপ্তবয়স্কার কর্তৃত্ব প্রয়োগ শর্ত সাপেক্ষ ১০০
৫. দেন মোহর ১০১
৬. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ১০৩
৭. অবৈধভাবে নির্যাতন করা ১০৬
৮. সালিস নিয়োগ ১০৭
৯. দোষ প্রমাণে বিবাহ রদ (ফাস্‌খ) করার ক্ষতি ১০৮
১০. নপুংসক লিঙ্গ কর্তিত ইত্যাদি ১১০
১১. উন্মাদ বা পাগল ১১৩
১২. নিখোঁজ স্বামীর প্রসংগ ১১৬
১৩. নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের আইন ১১৯
১৪. নিরুদ্দেশ ব্যক্তি ফিরে এলে তার বিধান ১২১
১৫. লি'আন ১২৩
১৬. একই সময় তিন তালাক দেয়া ১২৫

শেষ কথা ১২৭
পরিশিষ্ট-১ ..... ১২৯
পরিশিষ্ট-২ ..... ১৪১
পাশ্চাত্য সমাজে তালাক ও বিচ্ছেদের আইন ১৪১

সূচনা

যে কোনো সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন। এক ঃ এমন একটি পূর্ণাংগ আইন ব্যবস্থা—যা তার বিশেষ সংস্কৃতির মেজাজের দিকে লক্ষ রেখে তৈরি করা হয়েছে। দুই ঃ যে দৃষ্টিভংগী সামনে রেখে এ বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে ঠিক তদনুযায়ী তা কার্যকর করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা বর্তমানে এ দুটি জিনিস থেকেই বঞ্চিত। নিসন্দেহে তাদের কাছে বইয়ের আকারে এমন একটি আইন-বিধান মওজুদ রয়েছে যা ইসলামী সংস্কৃতি ও তার স্বভাবের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং সামাজিকতা ও সংস্কৃতির সব দিক ও বিভাগে তা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এ বিধান বর্তমানে কার্যত রহিত হয়ে আছে। তদস্থলে এমন একটি আইন-বিধান তার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব করছে যা সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক ব্যাপারেই সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী। যদি কোথাও তার কিয়দংশ ইসলাম মোতাবেক হয়েও থাকে, তবে তা অসম্পূর্ণ।

মুসলমানরা বর্তমানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন, তা কার্যত তাদের সামাজিক জীবনকে দু টুকরা করে ফেলেছে। এর এক শাখা হচ্ছে, এ রাষ্ট্রব্যবস্থা উপমহাদেশের অন্য জাতির সাথে মুসলমানদের ওপরও এমন সব আইন-কানুন চাপিয়ে দিয়েছে যা ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে আদৌ সামঞ্জস্যশীল নয়। দ্বিতীয় শাখার আওতায় এ রাষ্ট্রব্যবস্থা মৌলিক-ভাবে মুসলমানদের এ অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর করা হবে। কিন্তু কার্যত এ শাখার অধীনেও ইসলামী শরীয়াতকে সঠিকভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। 'মুহাম্মাদী ল' নামে যে আইন এ শাখার অধীনে কার্যকর করা হয়েছে তা তার নিজস্ব রূপ ও প্রাণ উভয় দিক থেকেই মূল ইসলামী শরীয়ত থেকে অনেকটা ভিন্নতর। সুতরাং তার প্রয়োগকে সঠিক অর্থে ইসলামী শরীয়তকে কার্যকর করা হয়েছে বলা চলে না।

এ দুঃখজনক পরিস্থিতি মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যেসব ক্ষতি করেছে সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, এ রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের অন্তত শতকরা পঁচাত্তর ভাগ পরিবারকেই জাহান্নামের